দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 24 JUN 2007
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৫

চবিতে শিক্ষা গবেষণার নামে ৫০ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন ৩৫ শিক্ষক ও গবেষক

চট্টগ্রাম ব্যুরো ঃ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা গবেষণার নামে প্রায় ৫০ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৫ জন শিক্ষক ও বহিরাগত গবেষক। শিক্ষা গবেষণার নামে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফান্ড থেকে টাকা নিলেও গবেষণা করেননি এসব শিক্ষক ও গবেষক। অথচ গবেষণা না করতে পৃঃ২ঃকঃ৭

চবিতে শিক্ষা গবেষণার

১২-এর পৃষ্ঠার পর

পারলে নিয়মানুযায়ী টাকা ফেরত দেয়ার কথা থাকলেও টাকা ফেরত দেননি ৩৫ জন শিক্ষক ও গবেষক। গবেষণার টাকা ফেরত চেয়ে গবেষকদের চিঠি দিলেও কোন লাভ হয়নি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শিক্ষাকালের জন্য প্রচুর পরিমানে গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। আর এসব গবেষণার খরচের যোগান দিয়ে থাকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। কিন্তু গত ৩০ বছরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গবেষণার নামে ৩৫ জন শিক্ষক ও গবেষক টাকা গ্রহণ করে গবেষণা করেননি। অথচ গবেষণার টাকাও ফেরত দেননি। জানা যায়, ৩৫ জন গবেষকের মধ্যে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক রয়েছেন ২৩ জন এবং বহিরাগত গবেষক ১২ জন। এসব গবেষক প্রতিমাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফান্ড থেকে গবেষণার নামে ৩ হাজার টাকা করে নিয়েছেন। আর বছরে নিয়েছেন ৩৬ হাজার টাকা। সেই হিসেবে একজন গবেষক ৪ বছর মেয়াদী গবেষণার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রহণ করেছেন ১ লাখ ৪৪ হাজার টাকা। এরকম ৩৫ জন গবেষক চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গবেষণার নাম করে হাতিয়ে দিয়েছেন প্রায় ৫৫ লাখ টাকা। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৮১ সালের গবেষণা বৃত্তির নিয়মানুযায়ী কোন শিক্ষক অথবা অন্য কেউ গবেষণার জন্য টাকা নিয়ে গবেষণা করতে না পারলে বিশ্ববিদ্যালয়কে টাকা ফেরত দেয়ার কথা। অথচ কোন কোন গবেষকের ২০-২৫ বছর পার হয়ে গেলেও তারা গবেষণাও করেননি আবার টাকাও ফেরত দেননি। জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে যারা গবেষণার জন্য টাকা নিয়ে ফেরত দেননি তাদের মধ্যে বাংলা বিভাগে ৪ জন, ইতিহাস বিভাগের বর্তমান সভাপতি হায়াৎ হোসেন, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের ২ জন, দর্শন বিভাগের ৪ জন, চারুকলা বিভাগের ১ জন, প্রাচ্য ভাষা বিভাগের জ্যোতি বড়ুয়াসহ ২ জন, অর্থনীতি বিভাগের ১ জন, গণিত বিভাগের ৩ জন, প্রাণিবিদ্যা বিভাগের বদরুল আমিন ভূঁইয়া, হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের ১ জন, ব্যবস্থাপনা বিভাগের ১ জন এবং মার্কেটিং বিভাগের ১ জন শিক্ষক। এ প্রসঙ্গে ইতিহাস বিভাগের সভাপতি হায়াত হোসেন ইনকিলাবকে জানান, অবশ্যই আমি এ টাকা ফেরত দিয়ে দেব। আমাকে নোটিশ দেয়ার ২৪ ঘন্টার মধ্যে আমি টাকা ফেরত দেব এবং যারা টাকা নিয়েছেন সবারই উচিত টাকা ফেরত দেয়া। এই গবেষণার টাকা ফেরত নেয়ার জন্য ১৯৯৭ সালে বোর্ড অব স্টাডিজ নামে একটি ৩ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয় প্রফেসর মোঃ আবু সালেহকে প্রধান করে।